অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

মোখলেসের আছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে

ক্ষমতার অপব্যবহার

সমকাল প্রতিবেদক

গত আড়াই মাস তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের হাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকায় তিনি যেহেতু এ বিষয়ে উপযুক্ত সময় দিতে পারতেন না, তাই স্থবির হয়ে পড়েছিল মন্ত্রণালয়ের কাজকর্ম। আর এই সুযোগে মন্ত্রণালয়ের হর্তাকর্তা বনে যান রাষ্ট্রপতির তথ্য উপদেষ্টা পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত মোখলেসুর রহমান চৌধুরী। তার অযাচিত হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

রাষ্ট্রপতির তথ্য সচিব পদে থেকে প্রথম থেকেই মোখলেসুর রহমান নিজ এখতিয়ারের বাইরে ক্ষমতা প্রয়োগ শুরু করেন। তিনি উপদেষ্টা পরিষদের সভায় থেকে নীতিগত বিষয়ে কথা বলতে থাকেন। রাজনৈতিক দলগুলো অভিযোগ করে, তিনি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খবর চারদলীয় সাবেক সরকারের নেতাদের কাছে পাচার করছেন। তখন রাষ্ট্রপতি মোখলেসুর রহমানকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় তার উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। তার ক্ষমতা ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ– দুটোই বেড়ে যায়। সর্বশেষ গত ১১ জানুয়ারি রাতে দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর মোখলেসুর রহমান নিজ উদ্যোগে তথ্য অধিদফতরের মাধ্যমে মৌখিক নির্দেশ দিয়ে তথাকথিত প্রেস সেন্সরশিপ চালু করে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের খবর প্রচার বন্ধ এবং সংবাদপত্রে বিধি-নিষেধ জারি করেন। সংবাদপত্র এই আদেশ গ্রহণ করেনি। এ ঘটনার পর ১২ জানুয়ারি মোখলেস পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, গত আড়াই মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'অতীব গুরুত্বপূর্ণ' ফাইলগুলো নিয়ে তৎকালীন সচিব মোমতাজুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে তিনি ব্যস্ততার কারণে 'পরে দেখব' বলে রেখে দিতেন। ওই সুযোগে সচিবও সে সময় তিন দফায় লম্বা সফরে বিদেশে কাটিয়ে আসেন। মন্ত্রণালয় কর্মহীন থাকায় দেশের ৫ লাখ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী ঈদের আগে ঈদ বোনাস পাননি। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফল ঘোষণা এবং নতুন শিক্ষাবর্ষের পুস্তক বিতরণ কার্যত্র ম উদ্বোধন ছাড়া এ সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজই হয়নি। এমনকি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় সরকারি কোষাগারে জমাদানের নীতিমালা ৩ মাসের মধ্যে তৈরির কথা থাকলেও এ নিয়ে কোনো উদ্যোগ বা তা বাতিলের পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি।

একাধিক সূত্র মতে, তখন পরিস্থিতির সুযোগে রাষ্ট্রপতির তথ্য উপদেষ্টা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী মন্ত্রণালয়ে নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি টেলিফোনে শিক্ষা সচিবকে নানা আদেশ-নির্দেশ দিতে থাকেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম আলোচিত বিষয় 'বদলি বাণিজ্য'। মোখলেসুর রহমান বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে নিজের পছন্দসই লোক বসাতে শুরু করেন। তার একক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মনিরুল ইসলামকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বদলি করা হয়। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে প্রফেসর মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মন্ত্রণালয়ে একাধিকবার লিখিত দিয়েছেন। রাজশাহী শহরে কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যক্তিগত বহুতল ভবন নির্মাণ, পুস্তক প্রকাশকদের থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া এবং মাদ্রাসা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি বছর বার্ষিক বনভোজনের ২ লাখ টাকা কয়েক বছর ধরে আত্মসাৎ ছিল অভিযোগগুলোর অন্যতম।

মোখলেসুর রহমান তৎকালীন শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলামকে টেলিফোন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর আতিকুর রহমানকে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। সচিব এতে কর্ণপাত না করায় তিনি পরে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে এ নির্দেশ প্রদান করান। ফলে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বদলি করে আতিকুর রহমানকে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়। জানা গেছে, আতিকুর রহমান রাষ্ট্রপতির প্রটোকল অফিসার মোস্তাফিজুর রহমানের শ্বশুর।

শুধু শিক্ষা বোর্ডগুলোই নয়, মোখলেস চৌধুরীর নজর পড়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) প্রতিও। শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ মাউশির মহাপরিচালক পদে তিনি বদলি করিয়ে এনে বসিয়েছেন বরিশাল ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিনকে। প্রফেসর নাজিম উদ্দিন আর মোখলেসুর রহমান দু'জন একই জেলার বাসিন্দা। নিয়ম অনুযায়ী, শিক্ষা ক্যাডারের সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্য এ পদে আসীন হওয়ার কথা। কিন্তু সিনিয়রিটির দিক থেকে প্রায় ১০০ জনের বেশি পেছনে থাকা প্রফেসর নাজিম উদ্দিনকে নিয়ম ভেঙে নজিরবিহীনভাবে চলতি দায়িত্বে এ পদে আসীন করা হয়। তার এ নিয়োগ আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি নিয়মিত পদোন্নতি ব্যতীত এ পদে পদায়ন ও পোস্টিং পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

পটুয়াখালী সরকারি কলেজের ৪ জন শিক্ষক ঢাকায় ইডেন কলেজে বদলি হয়ে আসার জন্য তদবির করে সময়ের অভাবে সফল হননি। তদবিরে 'খরচ' হয়েছে বলে তারা এখন হা-হুতাশ করছেন।

বঙ্গভবনের চাকরি সূত্রে মোখলেসুর রহমানের ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের অভিযোগ তার উপদেষ্টা হওয়ার আগে থেকেই। বিএনপির মুখপত্র দৈনিক দিনকালে সাংবাদিকতা করতেন তিনি। চারদলীয় জোট সরকারের সময় ২০০৪ সালে দলীয় বিবেচনায় তিনি রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিবের চাকরি পান। সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় তিনি নিজ এলাকা হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার 'শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান ডিগ্রি কলেজ'-এর গভর্নিং বডির সভাপতি হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ১৩ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি থেকে দলীয় লোকদের ২০ নভেম্বরের মধ্যে অপসারণের নির্দেশ জারি করে। অথচ মোখলেসুর রহমান গায়ের জোরে সরকারি এ নির্দেশ অবজ্ঞা করে গভর্নিং বডির সভাপতির পদ আঁকড়ে থাকেন। এই অনিয়মের প্রতিবাদ করায়

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ দীন ইসলাম ও সহকারী অধ্যাপক কাইয়ূম আলীকে কলেজ থেকে অপমানিত হয়ে বিদায় নিতে হয়।
সর্বশেষ, গত ৮ জানুয়ারি তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক বরাবর এ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য 'নিলয় প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনীর পাঠ্যবই কেনার নির্দেশ দিয়ে নতুন কেলেঙ্কারির জন্ম দেন। ওইদিন মোখলেসুর রহমানের সুপারিশ সংবলিত একটি চিঠি নিয়ে নিলয় প্রকাশনীর লোক জেলা প্রশাসক ও একাধিক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন।
দেশের প্রবীণ শিক্ষক নেতা ও জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ মোখলেস সম্পর্কে সমকালকে বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মে রাষ্ট্রপতির চুক্তিভিত্তিক ব্যক্তিগত কোনো কর্মকর্তার এহেন অবৈধ হস্তক্ষেপ আপত্তিকরই শুধু নয়, দৃষ্টিকটুও। সচিব ও প্রশাসন কেন তার কথা শুনবে? তিনিই বা কোন যুক্তিতে মন্ত্রণালয়ের কাজকে প্রভাবিত করবেন? এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার।'
বিদায়ী শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম ১১ জানুয়ারি বলেন, 'আজই মন্ত্রণালয় থেকে বদলি হয়ে গেছি। তাই এ মন্ত্রণালয়ের কোনো বিষয়ে কোনো মন্তব্য নেই।'
এ ব্যাপারে মোখলেসুর রহমান চৌধুরীর বক্তব্য জানতে বঙ্গভবনে এবং তার সেলফোনে সম্প্রতি ৩ দিন ধরে চেষ্টা চালিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।

Print

Editor: Abed Khan
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: 8802-9889821,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft